ভয়াল ২৯ এপ্রিল ১৯৯১ স্মরণ; উপকূল রক্ষার নামে পাউবো ও ঠিকাদারদের ব্যবসা বন্ধ করুন

উপকূলের জমি ও মানুষের সুরক্ষায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের সংস্কার জরুরি

১. আজ ভয়াল ২৯ এপ্রিল: ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিল ঘূর্ণিঝড় 'ম্যারি এন' বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে আঘাত হানে। লণ্ডভণ্ড করে দেয় দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় এলাকার পুরো উপকূল। লাশের পরে লাশ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল চারদিকে। বিস্তীর্ণ অঞ্চল ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। দেশের মানুষ বাকরুদ্ধ হয়ে সেদিন প্রত্যক্ষ করেছিল প্রকৃতির করুণ এই আঘাত। পরদিন বিশ্ববাসী অবাক হয়ে গিয়েছিল সেই ধ্বংসলীলা দেখে, কেঁপে উঠেছিল বিশ্ব বিবেক। ২৯ এপ্রিল রাতে চট্টগ্রাম উপকূলে আঘাত হানা এ ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড়টিতে বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ২৫০ কি:মি: (১৫৫ মাইল/ঘন্টা)। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে সৃষ্ট ৬ মিটার (২০ফুট) উঁচু জলোচ্ছ্বাস হয়েছিল। ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে সরকারি হিসাবে উপকূলে ১ লাখ ৩৮ হাজার ২৪২ জন মানুষ নিহত এবং প্রায় এক কোটি মানুষ আশ্রয়হীন হয়। ২০ লাখ গবাদি পাশু মারা যায়। ক্ষতি হয়েছিল ৫ হাজার কোটি টাকারও বেশি সম্পদ।

উপকূলবাসী আজও ভুলতে পারেনি সেই রাতের দু:সহ স্মৃতি। প্রলয়ংকারী এই ধ্বংসযজ্ঞের ২৬ বছর পার হতে চলেছে, এখনো স্বজন হারাদের আর্তনাদ থামেনি, বরং বাড়ছে আতংক। ঘরবাড়ি হারা অনেকে এখনো মাথা গোঁজার ঠাঁই করে নিতে পারেনি। ক্ষতি না কাটতেই উপকূলে সিডর, আইলা, মহাসেন, রোয়ানু, নাডা ও কোমেন নামক সাইক্লোন একের পর এক আঘাত হানছে। দিশেহারা উপকূলের জনগণ, আতংকে নদী তীরের জনগণ। স্থানীয় জনগণ নিজেদের সক্ষমতা দিয়ে মোকাবেলা করছে এগুলোর। ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ের ২৬ বছর অতিবাহিত হলেও উপকূলীয় মানুষের সুরক্ষায় নেওয়া হয়নি কোনো উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। ভোলা, মনপুরাসহ দ্বীপের চারপাশে অরক্ষিত হয়ে আছে অনেক বেড়ীবাঁধ। প্রতি বছর জোয়ার ও বন্যার পানিতে তলিয়ে যায় দ্বীপের শতশত একর জমির ফসল। সাগরে লঘুচাপ, নিম্নচাপ কিংবা মেঘ দেখলেই আতঙ্কে চমকে উঠেন উপকূলবাসী।

২. ভোলা ও মনপুরার মানুষের চলমান ঝুঁকি: চলমান বর্ষা মৌসুমে ভোলা সদরের ধনিয়া, ইলিশা, কাচিয়া, রাজাপুরে ৮ কি:মি:, দৌলতখানের ভবানীপুর, সৈয়দপুরে ৪ কি:মি:, বোরহানউদ্দিনের পক্ষীয়া, টবগী, হাসান নগরে ৮ কি:মি, চরফ্যাশনের মুজিব নগর ইউনিয়নে ১ কি:মি:, বোয়ালখালী বাজারের উত্তর এবং দক্ষিণে ৩ কি:মি:, নজরুল নগর ইউনিয়নে ১.৫ কি:মি:, মনপুরা সদর ইউনিয়ন এবং হাজির হাটের আংশিক, জাফর চৌধুরীর মৎস্য সংলগ্ন রেড়িবাঁধ ঝুঁকিপূর্ণ, মনপুরা ঈশ্বগঞ্জ ২ কি:মি:, সাকুঁচিয়া ১.১৬কি:মি:, দক্ষিণ সাকুচিয়া ১কি:মি:, লালমোহনের ধলীগর নগর এবং লর্ডহার্ডিঞ্জসহ ১১ কি:মি: বেড়ীবাঁধ সম্পূর্ণ অরক্ষিত। পানি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্যমতে, এসকল বেড়ী বাঁধের উপরিভাগ ১৪ ফুট থাকার কথা, অথচ কোথাও কোথাও তা রয়েছে মাত্র ২-৩ ফুট। দৌলতখানের চকিঘাটায় ১.৫ কি:মি: বেড়ীবাঁধ ভয়ংকর বিপদজনক অবস্থায় আছে যে কোন সময় জলোচ্ছ্বাসে বেড়ীবাঁধ ভেঙ্গে দৌলতখান পৌরসভা, হাসপাতাল ও থানা সহ নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্যমতে প্রতি কি: মি: বেড়ীবাঁধ সংস্কারে ৪০ লাখ টাকার প্রয়োজন। বর্ষা মৌসুমের আগে বেড়ীবাঁধ মেরামত না হলে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় ব্যাপক ভাঙ্গনসহ জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হতে পারে।

৩. কক্সবাজার এবং কুতুবদিয়া দ্বীপের মানুষের চলমান ঝুঁকি: ২১ মে ২০১৬ রোয়ানু আঘাতে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় কক্সবাজার জেলার পেকুয়া, কুতুবদিয়া এবং মহেশখালী উপজেলার বাঁধ। বিশেষ করে কুতুবদিয়া বাঁধ ভেঙ্গে মানুষের ঘরবাড়ি, ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। কিছু বাঁধ মেরামতের কিছু কাজ হলেও বেশির ভাগ অংশ এখনও উম্মুক্ত। দক্ষিণ ধুরং, আলী আকবর ডেইল সহ ১৬ কি.মি বাঁধ সম্পূর্ণ খোলা। ফলে সাধারণ জোয়ারের লবণ পানি লোকালয়ে প্রবেশ করে। আবার ভাটায় বের হয়ে যায়। চলমান বর্ষার পূর্বে এই বাঁধ মেরামত করা না হলে কুতুবদিয়ার মানুষ দীর্ঘমেয়াদে লবণ পানিতে ডুবে থাকবে। এর ফলে খাদ্য, খাবার পানির সমস্যাসহ দ্বীপ ছেড়ে অনেকেই চলে আসার ঝুঁকিতে রয়েছে।

প্রতি বছরই বড় বড় ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হচ্ছে। মানুষের সচেতনতা এবং সক্ষমতার কারণ মানুষের প্রাণহানী

কমলেও প্রানী সম্পদ ও ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে, এ সকল ক্ষতি থেকে রক্ষার জন্য স্থায়ী বেড়ী বাঁধের বিকল্প নেই। কিন্তু এই কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগ হচ্ছে পানি উন্নয়ন বোর্ড যাদের লোকবল, কাজের ধারা, সবই গতানুগতিক রয়ে গেছে। তাই স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধি, চলমান দুর্নীতি কমানো, টেন্ডারিং প্রক্রিয়া আধুনিকায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রসহ সার্বিক সংস্কার জরুরি।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের সংস্কারসহ নদী ভাঙন ও প্লাবন রোধে স্থায়ী সমাধানে আমরা উপকূলীয় এনজিও জোটের ব্যানারে কক্সবাজার ও কুতুবদিয়া এবং ভোলা ও মনপুরা দ্বীপের ঝুকিঁপূর্ণ জনগণের পক্ষ থেকে নিচের দাবিসমূহ তুলে ধরছি।

ক. পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং টেন্ডারিং প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা ও সিস্টেম লস কমানো: বাংলাদেশে এটা সবাই জানেন যে, পানি উন্নয়ন বোর্ডে দুর্নীতি চর্চা আছে, বিশেষ করে টেন্ডারিং পদ্ধতিতে ঠিকাদার নিয়োগে ও কাজ বাস্তবায়নের পর্যায়ে এই দুর্নীতি হয়ে থাকে। পানি উন্নয়ন বোর্ড দুর্নীতিমুক্ত হলে এবং টেন্ডারিং ব্যবস্থায় সচ্ছতা থাকলে মোট খরচের চেয়ে কম পক্ষে ২০% কম খরচে নদী রক্ষার প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করা যাবে।

খ. কক্সবাজারের জন্য ৬ হাজার পাঁচ শত এবং ভোলার জন্য ৬ হাজার কোটি টাকা প্রয়োজন: প্রবল স্রোত, নদীর গভীরতা এবং বিশাল জলরাশি প্রবাহের কারণে নদীভাংগন রোধ করা কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। বিশেষজ্ঞদের মতে যে কোন প্রযুক্তিতে নদীর তীর রক্ষা করাই স্থায়ী সমাধান। মনপুরাসহ ভোলা জেলার ক্ষেত্রে স্পার বা গ্রোয়েন কিংবা নদীর চর ড্রেজিং করে নদীর গতি পথ সোজা করে দেয়া টেকসই সমাধান নয়। এখানে নদীর তলদেশ থেকে তীরের উচ্চতা পর্যন্ত সিসি ব্লক বা ডাইক স্থাপন করে নদীর তীর রক্ষা করা ও একই সাথে ব্লকসমেত রিংবাধ দিতে হবে যাতে জোয়ারে পানি ঢুকতে না পারে। এ হিসাবে দেখা যায়, এই পদ্ধতিতে মনপুরাসহ ভোলাকে নদীভাংগন থেকে রক্ষা করতে হলে প্রায় ৬ হাজার কোটি টাকা প্রয়োজন। পর্যায়ক্রমে এই বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে।

গ. সেনাবাহিনীকে কাজে যুক্ত করণ: নদীভাংগন রোধে বাস্তবায়িত কর্মকাণ্ডে পানি উন্নয়ন বোর্ডের ঠিকাদারদের পাশাপাশি দ্রুততম সময়ে কাজ শেষ করতে সেনা বাহিনি প্রকৌশলী ইউনিটকে যুক্ত করতে হবে। যাতে তুলনা করা যায় কোন ব্যাবস্থাপনায় কাজ টেকসই হয়।

ঘ. জনঅংশগ্রহণ সুযোগ রাখা: কর্মকাণ্ড গ্রহণ, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ পর্যায়ে স্থানীয় জনগণকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যুক্ত করতে হবে। কোস্ট ট্রাস্টের তত্বাবাধনে ভোলার চরমানিকায় ৮ কি.মি বাধে এধরনের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম এর সফল অভিজ্ঞতা রয়েছে। যেখানে ১ কি.মি. বাধ রক্ষণা বেক্ষণে পানি উন্নয়ন বোর্ডের বছরে খরচ হতো ৫৬ হাজার টাকা, সেখানে জনঅংশগ্রহণ মূলক রক্ষণা বেক্ষণে মাত্র খরচ হতো ১৭০০০ টাকা।

ঙ. সচলমান কর্মকাণ্ড বিষয়ে সকল তথ্য জানগণের জন্য প্রকাশ ও প্রচার করার ব্যবস্থা করা এবং অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সুযোগ নিশ্চিত করা: কাজ শুরুর পূর্বে এবং কাজ চলার সময় উপকরণ মান, পদ্ধতি, সময়, বাজেট ইত্যাদি বিষয়ে সকল তথ্য উম্মুক্ত রাখা এবং প্রতিটি প্রকল্পে তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার সহজ করা। যাতে জনগণ চাইলেই যেকোন অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনা ধরতে পারে অভিযোগ করতে পারে।

চ. পানি উন্নয়ন বোর্ডে দ্বায়িত্বপ্রাপ্তদের জনমুখী মনোভাব গড়ে তোলা এবং জেলা পরিষদ এবং স্থানীয় সরকারের নিকট জবাবদিহি করার ব্যবস্থা করা: নদী রক্ষা পরিকল্পনা করার সময় পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকৌশলীরা জনগণের মতামত নিতে আগ্রহ দেখায় না। এই মনোভাব পরিবর্তনে ব্যবস্থা নিতে হবে। আর কক্সবাজার

জেলার সমুদ্র ভাংগন রোধে প্রয়োজন সিসি ডাইক পদ্ধতি।

ছ. পানি উন্নয়ন বোর্ডের চলমান কাজ পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষার জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনের হস্তক্ষেপে প্রয়োজন: উপকূল জুড়ে বাঁধ নির্মাণ ও পুন:নির্মাণের অনেকগুলি প্রকল্প বর্তমানে চলমান আছে। আমরা চাই উক্ত প্রকল্পসমূহের কাজের অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত হোক। পাশাপাশি দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক সরেজমিন পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষা করা হোক।

জ. সর্বোপরি "নদীভাংগন ও প্লাবন রোধ" উন্নয়ন পরিকল্পনার কেন্দ্র বিন্দুতে বিবেচনা করতে হবে এবং আগামী ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বাজেটে এজন্য পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে।

উপসংহার:

স্থায়ী সমাধানের জন্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের স্বউদ্যোগী মনোভাব বেশি প্রয়োজন। প্রকৃতিক সম্পদে ভরা, কৃষি ফসলের আধার, দেশের মৎস্য সম্পদের অন্যতম সরবরাহকারী ও ২০ লক্ষ জনগণের অবাস ভুমি উপকূলীয় জেলা ভোলা এবং এর বিচ্ছিন্ন দ্বীপ উপজেলা মনপুরাকে সুরক্ষায় স্থায়ী বেড়ীবাঁধ নির্মাণের বিকল্প নাই। এজন্য গুরুত্বপূর্ণ হলো সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মদক্ষতার উন্নয়ন। গতানুগতিক লোকবল ও কর্মকৌশল দিয়ে বর্তমানে বাঁধ নির্মাণ ও উপকূলীয় জমি ও মানুষের সুরক্ষায় অন্যান্য কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন সম্ভব না। তাই পানি উন্নয়ন বোর্ডের সংস্কার ও আধুনিকায়ন আমাদের মূল দাবি।

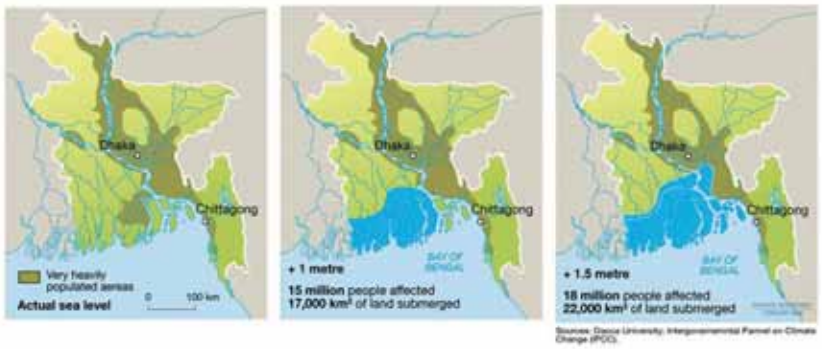

উপকূলীয় এনজিও জোট

অনলাইন নলেজ সোসাইটি, অর্পণ, আলোক যাত্রা, উদ্দীপন, উদয়ন বাংলাদেশ, উন্নয়ন ধারা ট্রাস্ট, এসডিও, কোস্ট ট্রাস্ট, জাতীয় কৃষাণী শ্রমিক সমিতি, জাতীয় শ্রমিক জোট, ডাক দিয়ে যাই, দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা, পিএসআই, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন, বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশন (জাই), বাংলাদেশ ভূমিহীন সমিতি, বাংলাদেশ কৃষি ফার্ম শ্রমিক ফেডারেশন, মুক্তির ডাক, লেবার রিসোর্স সেন্টার, সংগ্রাম, সিডিপি, সংকল্প ট্রাস্ট, নেচার ক্যাম্পেইন, প্রান্তজন, ড্যাকোপ, বুড়িগঙ্গা বাঁচাও আন্দোলন, নিরাপদ নৌপথ বাস্তবায়ন জোট ও জন অধ্যায়ন কেন্দ্র।

আরও তথ্যের জন্য যোগাযোগ: শওকত আলী টুটুল, মোবাইল: ০১৭১৩১৪৪১৭৭
মোস্তফা কামাল আকন্দ (মোবাইল: ০১৭১১৪৫৫৫৯১)
কোস্ট ট্রাস্ট, বাড়ি ১৩, সড়ক ২, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭।
ওয়েবসাইট: www.equitybd.net, www.coastbd.net

participates in survival strategies of coastal poor
COAST The Coastal Association for Social Transformation Trust